তারিখ ..03. MAR..2016.. ...
পৃষ্ঠা ...২০ কলাম....১.. ......

যুগান্তর

সব উপজেলাতেই আইসিটি রিসোর্স সেন্টার হবে

—————— প্রধানমন্ত্রী

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার ১২৫ উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) উদ্বোধন করেছেন। তেজগাঁওয়ে তার কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফ্যারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রগুলো উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার অংশ হিসেবে দেশের সব উপজেলায় আইসিটি রিসোর্স সেন্টার গড়ে তোলা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, সব উপজেলায় ইউআইটিআরসিই গড়ে তোলার অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে বুধবার ১২৫টি ট্রেনিং সেন্টার উদ্বোধন করা হল। এর মাধ্যমে ২০১৭ সালের মধ্যে এক লাখ শিক্ষককে আইসিটিতে মাস্টার ট্রেনিং দেয়া সম্ভব হবে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ব্যুরো ও পরিসংখ্যানের (বেনবেইস) উদ্যোগে

হবে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

হবে : আইসিটি রিসোর্স সেন্টার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর হবে। এজন্য ১২৫টি ইউআইটিআরসিই'র উদ্বোধন হল, দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৬০টি সেন্টার নির্মাণের কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ৪৮৯ উপজেলাতেই এ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা কেবল শহর বা রাজধানীকেন্দ্রিক উন্নয়ন করতে চাই না। উন্নয়নকে গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে গেছি, সবার সমান উন্নয়ন করতে চাই।' তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। সারা দেশে ৫ হাজ?ার ২৭৫ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে ২শ' ধরনের সেবা দেয়া হচ্ছে। ৮ হাজার পোস্ট অফিসকেও ডিজিটাল করার উদ্যোগ নেয়ায় মানুষের নানা সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন রিপাবলিক অব কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত অং সিউয়েন ডো। ইউআইটিআরসিই'র প্রকল্প পরিচালক এবং ব্যানবেইস'র পরিচালক ফসীউল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন।

শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলতে ডিজিটাল ক্লাসরুম করে দেয়া হচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে ২৬ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অন্তত একটি করে হলেও আমরা মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করে দেব। তিনি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা যে যেই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন সে স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনে একটি করে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর দিয়ে হলেও সহযোগিতা করুন। আপনার স্কুলকে আপনিই দিন। যে স্কুলে লেখাপড়া করেছেন সেই স্কুলের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে হলেও আপনাদের এগিয়ে আসা দরকার।

তিনি বলেন, আগে মনে আছে কম্পিউটার কিনতে অনেক টাকা লাগত। পার্টির জন্য একটা কম্পিউটার কিনেছিলাম, অ্যাপল কম্পিউটার, ডিজিটাল প্রিন্টার প্রায় তিন লাখ টাকায়। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগই প্রথম তথ্যপ্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটায়।

বাংলাদেশের মানুষ আলাপপ্রবণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন ১৬ কোটি মানুষ ১৩ কোটি মোবাইল সিম ব্যবহার করে, অনেকে দুই-তিনটাও ব্যবহার করে। কল সেন্টারের মাধ্যমে মানুষ দুই শতাধিক সেবা ঘরে বসেই পাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবাও মোবাইলের মাধ্যমে হচ্ছে। মোবাইলে এসএমএস আদান-প্রদান ও অপারেটিং দক্ষতাও দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে ভূমিকা রাখছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত দেশে কোনো বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল না। আমরা ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি। এক কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি-উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।' শেখ হাসিনা বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি শুধু দৈনন্দিন কাজেই প্রয়োজনীয় নয়, বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে ও দুর্নীতিমুক্ত করতেও একে ডিজিটালাইজড করা দরকার।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার ছেলে এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটার শিক্ষক সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শেই প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সারা দেশে একশ'টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে ১৪ হাজার ৩শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। দেশের ৭৬ শতাংশ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে সোলার প্যানেল দিয়ে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, সাধারণ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। সুতরাং ডিজিটাল বাংলাদেশ কী তা প্রমাণ হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের শিশুরা অনেক বেশি মেধাবী। তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিতে প্রযুক্তির ব্যবহারকে সহজলভ্য করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, বেনবেইসে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখন বিষয়ভিত্তিক মাল্টিমিডিয়?া কন্টেন্ট নির্মাণের কাজ চলছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্ভার রুম স্থাপনসহ উপজেলা থেকে নির্বাচিত শিক্ষকদের মাসব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা অন্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে পারবেন। একইসঙ্গে স্থানীয় নাগরিকদের একসেস টু ইনফরমেশন নিশ্চিত করার পাশাপাশি এসব কেন্দ্র থেকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। 'ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপন দেশের জন্য মাইলফলক', উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউআইটিআরসিই'র উদ্বোধন শেষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, রাজশাহীর পবায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন।